বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ।

বিজ্ঞাপন।

এই প্রবন্ধ বীটন সভায় পঠিত হয়, সুতরাং বক্তৃতার নিয়মে লিখিত হইয়াছে। অপিচ বাঙ্গলা কবিতার প্রতি উক্ত সভার কতিপয় সভ্য অকারণ কটূক্তি করাতে তদুত্তরেই এতৎ প্রবন্ধের অধিকাংশ লিখিত হইয়াছে, অতএব বাঙ্গালা কবিতার স্বরূপ বর্ণন পুস্তকান্তরে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা আছে।

এই পুস্তক সংবাদ সাগর পত্রের গ্রাহক গণ বিনা-মূল্যে এক এক খণ্ড পাইবেন।

শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

খিদিরপুর
২ জ্যৈষ্ঠ
১২৫৯ বঙ্গাব্দা।

ভ্রম সংশোধন।

১০ পংক্তিতে "darkest," এই শব্দ

The dark unfathomed ,, এই পদ পাঠ

হইবেক। ১২ পংক্তিতে "Their ;, এই শব্দ পরি-

ব ,, এই শব্দ পাঠ করিতে হইবেক।

ণীত স্থানে২ মুদ্রাকারের এবং বর্ণ

অনাবধানতায় ভ্রম প্রমাদ জন্মি-

ঠক মহাশয়েরা তদ্দোষ মার্জ্জন

মঙ্গলাচরণ।

——০০——

পরম পূজনীয় শ্রীযুত রাজা সত্যচরণ

বাহাদুর শ্রীচরণাম্বুজেষু।

যথা বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং।

এ অকিঞ্চনের প্রতি ভবদীয় অসীম করুণা ও

সামান্য স্বীকৃতিচ্ছলে মঙ্গলাচরণ স্বরূপ

[illegible]লে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ উৎসর্গ করিলা

সেবক শ্রীরঙ্গলাল ব

খিদিরপুর
২ জ্যৈষ্ঠ
১২৯৭ বঙ্গাব্দ

বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ

যেরূপ মানসসরোবরস্থ সরোজবনবিহারি মরাল মণ্ডলে বক যদ্যাপি বক্তা হয়, তবে সেই ক্রৌঞ্চের কুৎসিত নিনাদ কলহংস কুলের উপহাস স্থল হইবেক সন্দেহ নাই, সেইরূপ প্রকৃত মানস সরোবরজ জ্ঞান রূপ রাজীবরাজীবিরাজি এই সভ্য সমূহ স্বরূপ রাজ হংস সমাজে মাদৃশ ক্রৌঞ্চ জনের চীৎকার করা উপহাস জনকই হইবেক, কিন্তু হাস্যরসে অথবা নাট্য রসে জ্ঞানিরা ও কিঞ্চিৎকাল ক্ষেপণ করিয়া থাকেন, অতএব আমি কৃতার্থ মানিব, যদ্যাপি আমি এই গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্য গুণ সম্ভ্রম জ্ঞানি সমাজের রহস্য রসোদ্দীপন করিতে পারি। অন্যান্য শাস্ত্রাপেক্ষা কাব্য শাস্ত্র বিহিত চিত্তবিনোদের নিমিত্ত হইয়াছে,

সংস্কৃতে তাহাও ইহার নামই কাব্য, অতএব আমরা যখন সেই শাস্ত্রের প্রসঙ্গোত্থাপন করিয়াছি, তখন আমরা মিল্টনের সহিত অবশ্যই উক্তি করিব, "Hence loathed Melancholy" বিশেষতঃ আমাদিগের দেশের কবিতা, কোমল বনিতা, "রসেন মিলিতা,, তাঁহার সহিত গাম্ভীর্য্যের কোন সম্বন্ধই নাই, আমার এই কথা শুনিয়া অনেকে হাস্য করিতে পারেন, কিন্তু কোন প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় জ্ঞানি কর্ত্তৃক উল্লেখিত হইয়াছে যেদেশ কাল পাত্রভেদে কবিতা সতী ভিন্ন২ বেশে উদিতা হইয়া থাকেন; অন্ধকারাবৃত শীতকটিবন্ধ নিবাসি কবিগণ কৃষ্ণবর্ণ শৈলশ্রেণী, তচ্চূড়াবলিতে ধবল তুষার রাশি চুম্বিত এবং প্রবল জলদ জালের আবির্ভাব, ও সাগর তীরবর্ত্তি শৈলখণ্ড ও গহ্বরে উত্তুঙ্গ তরঙ্গের প্রতিঘাত শব্দ, পাণ্ডুবর্ণ সূর্য্য, অনুজ্জ্বল চন্দ্রমা, সমীরণের অসুখকর চীৎকার, হোয়াইট বার্ড নামক নক্তবিহঙ্গের কর্ণকুহর ভেদকারী স্বর এবং উত্তর দিগম্বরালে অবিরত বিজলীর চমক

প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু পৃথিবীর সমকটিবন্ধ এবং উষ্ণকটিবন্ধ নিবাসি কবিগণ ঐ সকল ভয়ানক ভাবপরিবর্ত্তে হাস্যময়ি কুঞ্জাননন, বিবিধ বর্ণাক্ত সহস্র২ প্রকার কুসুমাবলীকলিত রম্য কেলীস্থল সকল, সুনির্ম্মল জল পূর্ণ সরোবর, ও তাহাতে শত২ শতচ্ছদ কোকনদ কমল কুমুদাদির প্রফুল্লতা, রাজ হংস প্রভৃতি মনোহর জলচরবিহঙ্গদিগের ক্রীড়া, ও তত্তীরবর্ত্তি বিবিধ তরুলতার শোভা; যে শোভা পুনর্ব্বার সরোবরের মোহন মুকুরবৎ বক্ষস্থলে পতিত হইয়া প্রতিভাত হইয়াছে, এবং প্রখর করবিশিষ্ট দিনকর, মার্জ্জিত রজত ফলক নিভঃ নিশাকর, নানা রঙ্গরঞ্জিত নয়নমনোরঞ্জন শক্রধনুঃ, মৃদুমন্দ মলয়জ মারুতের সৌরভ প্রবাহ, তথা নিকর মধুকর ও কল কোকিলাদির মিষ্টধ্বনি ইত্যাদি সংগীত করিয়া থাকেন, সুতরাং পৃথিবীর উত্তরখণ্ডস্থ কবিতার সহিত দক্ষিণ খণ্ডের কবিতার কিরূপ পার্থক্য সম্ভব তাহা সকলের বর্ণের অবোধের বিষয় কি? ইউরোপ খণ্ডে

কবিতা সতী শুভ্রবর্ণ বস্ত্রাবৃতা সলজ্জ এবং গম্ভীর মুখ ভঙ্গীযুক্তা তথা আর্য্য ভাবাপন্না প্রৌঢ়া রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, কিন্তু অস্মদ্দেশে তিনি চিরযুবতী, অবিরত হাস্যবর্তী, হাব ভাব লীলা হেলা প্রভৃতি বিবিধ রসশালিনী সুন্দরী রূপে বিরাজিতা হয়েন, আমার এতাবদুক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ বিবেচনা করিতে পারেন, আমি ইউরোপীয়াকবিতাকে ঘৃণা করিয়া এস্যা খণ্ডের কবিতাকে সমাদর করিতেছি, মহাশয়দিগের মধ্যে একপ যদ্যপি কেহ বিবেচনা করেন, তবে তেঁহ ভ্রমের অনুবর্ত্তি হইতেছেন, ইউ-রোপীয়া কবিতা সতী আমারদিগের সম্ভ্রমের পাত্রী, সাধ্বী এবং লজ্জাশীলা স্ত্রীলোককে কদাচ ঘৃণা এবং উপহাস করা যায় না, কিন্তু আমারদিগের দেশীয়া কবিতাকে আমরা অবশ্যই প্রগাঢ় প্রেমের সহিত আদর করিব।

আমারদিগের আবার কবিতা—তাহার আবার কথা, আমি নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, সেই জন্যই এই সভ্য সমাজে

উল্লেখ করিতেছি, বাঙ্গালাদেশে কবিতা সতী আবির্ভূতা আছেন, একথা শুনিলে ইংরাজী বিদ্যোজ্জ্বল বুদ্ধিসম্বাবুরা আমাকে উপহাস করিতে পারেন, অতএব এই সভার মধ্যে যে যে মহাশয় সেই ভাবের ভাবি, তাঁহারা হাস্য করুন, আমি প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছি, তাহাতে আমি চরিতার্থ মানিব। সত্যবটে আমাদিগের দেশে একজন মিল্টন অথবা একজন শেক্সপিয়র জন্মেন নাই, অহো জন্মেন নাই কিজন্য বলিতেছি ?

"Full many a gem of purest ray serene"
"The darkest waves of ocean bear ;"
"Full many a flower is born to blush unseen
"And waste their sweetness in desert air."

সুনির্ম্মল বিভাধর রত্ন বহুতর।
তমোময় সিন্ধুগর্ভে গুপ্তকলেবর॥
প্রফুল্ল কুসুম কত কে দেখে নয়নে।
সৌরভ বিনাশ করে বনের পবনে॥

অতএব জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু শস্য অঙ্কুরিত হইলে

কি হইবেক? তাহার পরিপোষণ কর্ত্ত কে? কৃষক কোথায়? যত্ন কোথায়? যেদেশে কৃষিবিদ্যার অভাব, সেদেশে শস্য বীজের প্রাচুর্য্যে কি হইবেক? যদি বলেন বীজ আছে তাহার প্রমাণ কি? উত্তর না থাকিবার কারণ কি? কোন পরম জ্ঞানি গ্রন্থকার কহেন "In order that poetry may flourish in a country, its inhabitants must be gifted with a lively imagination, a delicate and correct ear." "Poetry, he adds, requires a figurative, melodious, rich and abundant language; varied in its construction. and capable of expressing every thing, a language whose various ways, enable the poet to blend his primitive colours, and to produce from the mixture, an infinity of new and appropriate shades." অর্থাৎ কোন দেশে কবিতা উন্নতাবস্থা প্রাপ্তা হয় এজন্য তদ্দেশীয় লোকেরদের চিত্তবৃত্তির বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি আবশ্যক করে, ও তাহারদিগের শ্রুতিপথ সূক্ষ্মতররূপে স্বরের মাধুর্য্য ও সংমেলন বোধে সক্ষম হইবেক, তিনি আরো কহেন যে যে ভাষা রূপকাল-

ঙ্কারে ভূষিতা, অতি সুমধুরা, এবং প্রচুরতর শব্দ ধনশালিনী. ও পদ সাধনে বিবিধাকার বিশিষ্টা তথা সকল বিষয় প্রকাশ করণে ক্ষমতাবতী হয়. অর্থাৎ যে ভাষায় নানাকার ভঙ্গী বশতঃ কবি স্বীয় অনুভূত ভাবাবলী মিশ্রিত করিয়া অনন্তপ্রকার নূতন২ রস নির্গত করিতে পারেন, সেই ভাষাতেই কবিতা উত্তমা হইয়া থাকে। এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আমারদিগের দেশীয়লোকেরা এবং দেশীয় ভাষা কি উল্লেখিতগুণচয় ভূষণবঞ্চিত আছেন ? ইংরাজদিগের অপেক্ষা বাঙ্গালা দিগের মানস পদ্ম উগ্রতর ভাবরসাপ্লুত তাহা ইংরাজেরাই স্বীকার করিয়া থাকেন, স্বরবোধে ইংরাজেরা আমারদিগকে হাজার "Lovers of Tom-tom,, অর্থাৎ ঢাকঢোলপ্রেমিক বলিয়া উপহাস করুন, কিন্তু যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্বরানুমেলকতা অনুভাবে আমারদিগের দেশীয় লোকেরা অতিশয় ক্ষমতাবান, তথাপি ও য J । ইয়ংবেঙ্গল বাবুরা সাধ করিয়া বেসুরাও বেতালা হইতে চাহেন, হউন, তাহাতে ক্ষতি কি ? পরন্তু বাঙ্গালা ভাষা অত্যন্ত

কোমল এবং সুমিষ্ট, যদি বলেন, ইহাতে শব্দ প্রাচুর্য্য কোথায়, অলঙ্কার কোথায়, ব্যাকরণ কোথায়? উত্তর, যেখানে সংস্কৃত রূপ বহু সন্ততিমতী ভাষা সতীকে আমারদিগের ভাষার মাতা বলিয়া স্বীকার করি, সেখানে স্বীয় জননীর অলঙ্কার প্রাপণে তাঁহার অবশ্যই অধিকার আছে, বালিকাকালে ধূলা খেলায় রত ছিলেন, এইক্ষণে বয়স্থা হইয়া উত্তরোত্তর সভ্য পতির প্রিয়তমা হইতেছেন, অতএব অবশ্যই বৃদ্ধা জননীর আভরণাদি পরিধান করিতে পারেন। এক্ষণে বক্তা বাঙ্গালিদিগের অন্তঃকরণে এবং বাঙ্গালা ভাষায় কবিতার বীজ আছে তাহা সপ্রমাণ হইল। মদাত্মীয় বন্ধু বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু গত সভায় কহিয়াছিলেন, স্বাধীনতা সুখ বিহীনতায় মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বিরহ হয়, সুতরাং প্রমোদ পরিচ্যুতচিত্ত জাতির মধ্যে যথার্থ কবি কোন রূপেই কেহ হইতে পারেন না, অতএব বাঙ্গালিরা বহুকাল পর্য্যন্ত পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ বিধায় তাহারদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্ম গ্রহণ করেন নাই, এবং কোন কালে জন্মিবেন এমত বোধ হয় না, তিনি আরো কহিয়াছিলেন, যে ভারত

বর্ষে যখন স্বাধীনতা সম্পদ ছিল, তখন বাল্মীকি ব্যাস কালীদাস জয়দেব প্রভৃতি বিরাজ করিয়াছিলেন। কৈলাস বাবুর দূরদর্শিতা এবং বিদ্যানুরাগিতার প্রতি নমস্কার প্রদান করি, কিন্তু তাঁহার এতাবদুক্তির সহিত যুক্তির সমন্বয় হয় না, তিনি আপনার ভ্রম আপনার উক্তিতেই সপ্রমাণ করিতেছেন, যেহেতু স্বাধীনতা সহচরী বিরহে যদ্যপি কবিতা সমুদিতা ও প্রমুদিতা না হন তবে মোগল সাম্রাজ্যের সময় জয়দেব কবি অগ্রদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিতেন না, আমার প্রিয়বর বন্ধু তাঁহাকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কালে প্রস্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু জয়দেব কবি প্রাচীন কবি নহেন ইহা অনায়াসে সপ্রমাণ হইতে পারে; এতদ্ব্যতীত সুরদাস তুলসীদাস প্রভৃতি কবি গণ যাঁহারদিগের কবিত্ব ভিন্ন২ জাতীয় মনুষ্যগণ বিশিষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা ও মোসল মানদিগের রাজ্য কালীন বিরাজমান ছিলেন। অপিচ স্বাধীনতা বিহীনতা এবং অস্বাধীনতা তথা মানসীমলিনতা জন্য যদ্যপি প্রকৃত কবির অভাব হইত, তবে কোন দেশেই প্রসিদ্ধ২ কবি প্রভূত হইতেন

না, যেহেতু প্রায় কোন যথার্থ কবিই স্বাধীন অথবা অন্নচিন্তা হীন তথা প্রফুল্ল চিত্ত ছিলেন না; ইউরোপীয় আদি কবি হোমর একমুষ্টি অন্নের নিমিত্ত লালায়িত ছিলেন, অবিড দ্বীপান্তরে প্রেরিত রাজদণ্ড ভোগী ছিলেন, কবি মিল্‌টন ভর্তৃ হরি এবং লার্ড বইরণ সংসার সুখে বিরক্ত ও বিষণ্ণ চিত্ত থাকিয়া কবিতারসের শেষ করিয়া গিয়াছেন, অতএব প্রসন্নমনা না হইলে কবিতা কমল বিকশিত হয় না, একথা কোন মতেই স্বীকার্য্য নহে, কৈলাস বাবু ইহাও কি বিজ্ঞাত নহেন, যে "The dying swan sings the sweeter,, অযোধ্যা পতি উজীর আলী কলিকাতার কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া অতি মনোহর কবিতার জন্ম দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালিদিগের হৃদয়পদ্মাসনে কবিতাদেবী অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন ইহা সপ্রমাণ করণার্থ অধিক লেখা বাহুল্য, গীতগোবিন্দ পদাঙ্ক দূত এবং হংস দূত প্রভৃতি উপকাব্য, যাহারদিগের শব্দলালিত্যে এবং ভাবমাধুর্য্যে ভিন্ন জাতীয় মনুষ্যরাও মুগ্ধচিত্ত হইয়াছেন, সেই

সকল কাব্য কলাপ বাঙ্গালিদিগের দ্বারাই রচিত হই-য়াছে. যদি বলেন, সে সকল সংস্কৃত কাব ; বাঙ্গা-লিরা স্বীয় ভাষায় কি কবিতা রচনা করেন নাই ? উত্তর; বাঙ্গালা কবিতা ইউরোপীয় আধুনিককবিতার সহ বয়ক্রম তুলনায় জ্যেষ্ঠা না হউন, ফলে সম বয়স্কা বটেন; পেট্রার্কা এবং চসরের কিয়ৎকাল পরেই বাঙ্গা লা কবিতা আবির্ভূতা হইয়াছেন; বাবু হরচন্দ্র দত্ত কবিকঙ্কনকে বাঙ্গালা ভাষার আদিম কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ফলে সার্দ্ধ চারি শত বৎসর গত হইল ত্রিপুরার রাজ বংশ বৃত্তান্ত বাঙ্গালা কবিতায় রচিত হইতে আরম্ভ হয়, ঐ রাজ মালা গ্রন্থের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় অন্য কোন কাব্য প্রস্তুত হইয়াছিল কিনা তাহা বলা যায়না। তৎপরে বঙ্গীয় ৯৬৪ অব্দে চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত হয়, তদনন্তর কীর্ত্তিবাস কাশীদাস এবং কবি কঙ্ক-নাদি কবিগণ জন্ম গ্রহণ করেন। কীর্ত্তিবাসের কবিতা আফ্রিকাদেশের মরুভূমি বৎ; অর্থাৎ তন্মধ্যে যেপরু

স্থানে২ শ্যামল তরুলতা আচ্ছাদিত ও [illegible] সুরম্য স্থল সকল আছে, কীর্ত্তি বাসের কবিতাও সেই রূপ, প্রায় অধিকাংশই বালুকা পূর্ণ অপ্রীতিকর মরুভূমি, তথাপি মধ্যে২ সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়। কাশীদাস অতি শ্রেষ্ঠতর কবিত্ব এবং পাণ্ডিত্য ভূষণে ভূষিত ছিলেন, বোধ হয় ইহাঁর ন্যায় শক্তি প্রকাশ করণে প্রায় অন্য কোন বাঙ্গালি কবি ক্ষমতাবান হয়েন নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কাশীদাস স্বীকল্পিত ব্রত উদ্‌যাপন করণের অনেক পূর্ব্বে কৃতান্তের সঙ্ক পংক্তির অন্তর্গত হয়েন, তিনি যদি মহাভারত সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারিতেন, তবে তাহা অতি মধুর হইত, " আদি সভা বীরাট বনের কত দূর, ইহ রচি কাশীদাস যান স্বর্গপুর „ এই কথা সর্ব্ব প্রসিদ্ধই আছে, কাশীদাসের কবিতা সর্ব্ব বিবরণ লয়েন, এবং তাঁহার কোমলাঙ্কের ললিত আবেছটায় মুগ্ধ হইতে হয়, সভাপর্ব্বে কুন্তীর করুণা প্রার্থিত২ বোধ হয় যেন শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে

অপিচ কাশীদাস মূল কাব্য রচক ছিলেন না, অনুবা-দক ছিলেন বলিয়া তাঁহার শক্তির প্রতি সন্দিগ্ধ হওয়া উচিত নহে, যেহেতু তেঁহ ব্যাস কৃত মহাভারতের প্রকৃত অনুবাদ করেন নাই; অনুবাদ দুই প্রকার হয়, এক মর্ম্মানুবাদ, অপর ভাষানুবাদ, কিন্তু কাশীদাস ইহার কোন নিয়মেই রচনা করেন নাই, মর্ম্মানুবাদ হইলে জৈমিনী ভারতের ভিন্ন প্রকার বিবরণ সকল সংগ্রহ করিতেন না, অতএব কাশীদাস বিবিধ গ্রন্থ হইতে ভারতেতিহাস সংগ্রহ করিয়া স্বীয় ভাষায় তাহা গ্রন্থন করিয়াছেন, কাশীদাস যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সাময়িক দেশীয় লোকেরদের অন্তঃ-করণের ভাব আশ্চর্য্য প্রকার ছিল, সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিলে তাহা অতিশয় ঘৃণ্য হইত, এসময়েও পল্লিগ্রামের অনেকানেক ব্রাহ্মণ ঠাকুর বিবেচনা করেন কাশীদাসের মহাভারত পাঠ করিলে পাতকসঞ্চয় হয়; দেশীয় লোকের এই কুৎসিত সংস্কার বশতঃ বাঙ্গালা ভাষা বিশেষতঃ

বাঙ্গালা কবিতার সৌষ্টব বৃদ্ধি হয়নাই, অতএব দত্তবাবু বাঙ্গালা ভাষালতা অবাধিত রূপে যে শাখা পল্লবিত হইয়াছে বলিয়াছিলেন, একথা যথার্থ হয় নাই। ফলে একজন্য ভারতচন্দ্র রায় যথার্থ কবি ছিলেন না কৈলাস বাবুর সহিত আমরা এই সিদ্ধান্তে কখনই সম্মত হইতে পারিনা। অপর এই অভি-প্রায়েই বোধ হয় কাশীদাস কোন নূতন কাব্য রচনা করেন নাই যে শাস্ত্র—সম্মত ইতিহাস ব্যতীত অন্য কোন নূতন কাব্য রচনা করিলে কেহই তাহা গ্রাহ্য করিবেকনা। বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল ব্যক্তি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন প্রায় কেহই তাহাতে স্বস্ব সাময়িক দেশের অবস্থা অথবা দেশীয় লোকের নীতি রীতি প্রভৃতি প্রকৃট রূপে বর্ণনা করিয়া যান নাই, ইহাও এক মহা ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবেক; কিন্তু সেই ক্ষোভ কথঞ্চিত্রূপে কবি কঙ্কনের চণ্ডী পাঠ করিলে নিবৃত্তি পায়; অন্যূন দুইশত বৎসরের পূর্ব্বে আমারদিগের দেশের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যাইতে পারে।

কবিকঙ্কন প্রকৃত কবির অনেক গুণে মণ্ডিত ছিলেন, বিশেষতঃ তদ্গ্রন্থে নানা প্রকার অবস্থার মনুষ্যদিগের আন্তরিক ভাব এবং ভাষা অতি কৌশলে রঞ্জিত তথা পরিপাটীরূপে বিভিন্ন প্রকার রস সকল বিকশিত হইয়াছে। আমরা গৌড়ীয়া কবিতার প্রথমাবস্থার এইরূপ সংক্ষেপ বিবরণ সমাপন করিয়া তৎপরের অবস্থা বিষয়ে কিঞ্চিদ্বাহুল্য উল্লেখ করিতেছি, অতএব শ্রোতৃ বর্গের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যে সময়ে বর্গির হঙ্গামা, যে সময়ে ইংরাজের বিক্রম বৃদ্ধি, এবং যে সময়ে মুসলমানের ছত্রভঙ্গ, সেই সময়ে ক্ষুদ্র এক তটিনী তীরবর্ত্তি ক্ষুদ্র এক নগরীয় ক্ষুদ্র এক রাজার সভা মনে করুণ, সেই রাজা একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন না, একজন স্বাধীন রাজার ভৃত্যানুভৃত্য; সেই রাজার ধীরতার চিহ্নের মধ্যে এই মাত্র ছিল যে তিনি "কাব্য শাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাং" এই প্রসিদ্ধ কথার মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন, অতএব স্বীয় সভাসৎ এবং আশ্রিত ভারতচন্দ্র রায়কে গুণাকর উপাধি পুরস্কার করিয়া

কবিতা কলা কলনে অনুমতি প্রদান করাতে ভারত-চন্দ্র অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। ভারত-চন্দ্র রায় স্বয়ং অনেক ভাগ্যধর ব্রাহ্মণের বংশধর ছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে এই দেশে অত্যন্ত অরাজ-কতা বিধায় স্বীয় সম্ভ্রম পরিচ্যুত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং এই জনাই রায় গুণাকর কবিতার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের বিস্তর স্তুতি করিয়াছেন ? কিন্তু একপ স্তাবকতার কারণ দেদীপ্য-মানই রহিয়াছে, যেখানে লাটীন কবি অভিডমহাত্মা স্বীয় প্রভু কর্ত্তৃক দ্বীপান্তরিত হইয়াও তোষামোদ করিতে ত্রুটি করেন নাই, সেখানে ভারতচন্দ্র "অন্নেন পুরুষোদাসঃ ,, ইতিনীতি বাক্যের মর্ম্ম রক্ষা করিবেন, ইহাতে দোষ কি ? ভারতচন্দ্রের কবিতায় অসাধারণ কবিতাশক্তি আছে একথা আশু অগ্রাহ্য হইবেক; সত্য বটে, ভারতচন্দ্র কোন মহাকবির ন্যায় উচ্চতর ভাব সকল প্রকাশ করিতে পারেন নাই, কিন্তু মহৎ২ ভাব প্রকটন করণের উপযোগিতা সকল আবশ্যক রাখে, যে জাতি পরাধীনতা শৃঙ্খলে

চিরদিন জন্য [illegible], যে জাতি আহার বিহার ব্যতীত সভ্যতার উচ্চাভিপ্রেত সকল সিদ্ধি করণে অজ্ঞাত, যে জাতি জন্ম ভূমিকে গরীয়সী মানিয়া কূপ মণ্ডূকবৎ অবরুদ্ধ আছে, তাহারদিগের মনোমধ্যে উচ্চতর ভাবোদয় হওনের বিষয় কি ? সুতরাং দৈব শক্তি সত্ত্বে তাহারদিগের চিত্ত বৃত্তি সকল গিরিগহ্বরস্থ হীরকের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে। সত্য বটে, ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতায় নির্লজ্জতা প্রতিপাদক আদিরস বর্ণনার আধিক্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে দোষ ভারতচন্দ্রের নহে, যেখানে তিক্ত রসাস্বাদনে লোকের অভিরুচি, সেখানে মিষ্টরসের মধুরত্ব অনুভূত নাহওয়াতে তাহা আদৃত হয় না, যে জাতি গরিমা মদোন্মত্ত, ধরাস্থিত সর্ব্বজাতি অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে আপনাদিগকে উন্নত করিতে ইচ্ছা রাখেন, তাঁহারাই ভয়ানক রস ও রৌদ্ররস প্রভৃতিকে প্রিয় করিয়া থাকেন, সত্য কথা কহিতে বাধা কি ? ইংরাজী নাটকে বর্ণিত ওথেলো কর্ত্তৃক যেসময়ে নিরপরাধিনী ডেস্‌ডিমোনা নিহতা হয়েন, নাট্য শালায় সেই ব্যাপা

র দর্শনে অথবা পুস্তকে তাহা পাঠ করণে একজন প্রকৃত বাঙ্গালির সহসা সাহস হয় না, সুতরাং শেক্স পিয়রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক ওথেলো ও হামলেট্ অপেক্ষা তাহার নিকট তদীয় অন্যান্য রঙ্গিণ নাটক নাটিকা অধিকতর আদর প্রাপ্ত হয়. বাঙ্গালা কবিতা দূরে থাকুক, সংস্কৃত নাটক শ্রেণীর মধ্যে যদ্যপিও স্থানে২ করুণারস দীপ্তিমান আছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজীতে যাহাকে "ট্রেজডি,, কহে তাহা স্যর উইলিয়ম্ জোন্স হইতে ডাক্তর ব্যালেন্টিন পর্য্যন্ত সংস্কৃত বিদ্যান্বেষি মহাশয়েরা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তবেই বলিতে হইল, কামকলা কলিতা কবিতা রচনা করাতে ভারতচন্দ্রের কিছুই দোষ নাই, দেশীয় লোকের প্রবৃত্তি এবং কবি যেঅবস্থায় অবস্থিতথাকেন, অর্থাৎ যে সকল ভাব তাঁহার ইন্দ্রিয়গোচর এবং হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকেন। রোমীয় সম্রাটের সভাতে টেরেন্স নামক কবির নির্লজ্জ নাটক সকল যে সময়ে প্রদর্শিত হইত, সে সময়ে তত্তাবৎ ঘৃণাকর বোধ হইত না, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই

যে অদ্যাপি সুসভ্য ইংলণ্ডীয় দিগের ওয়েষ্ট মিনিষ্টর ডরমিটরি নামক বিদ্যালয়ের ছাত্র গণ সে সকল নাটক সম্ভ্রান্ত সমাজে দেখাইয়া থাকেন ; সে যাহা হউক, এইক্ষণে আমরা যাহাকে নির্লজ্জতা বলিয়া ঘৃণা করি, এক সময়ে তাঁহাতে কিছুই দুষ্য ছিল না। যে সময়ে ভারতবর্ষীয় লোকেরা উত্তমাবস্থায় ছিলেন সে সময়ে কথিত নির্লজ্জতা সকল বিশেষ দোষাবহ ছিল, সেই সময়ের মহাকবি গণ কহিয়া গিয়াছেন, রসের মূর্ত্তি বর্ণনা করিবেক না, এবং তাহাতে পাতক সঞ্চয় হয় বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, রসের মূর্ত্তি বর্ণন এই যে যখন যে রস বর্ণনা করিবেক তখন তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অনাবৃত করণ, ইহা কখনই কর্ত্তব্য নহে, বিবসনা অঙ্গনা নয়নের প্রীতি করী না হইয়া বরং বীভৎস রসে দর্শকদিগকে অভিভূত করিতে থাকেন, কিন্তু যে দেশের মনুষ্য উলঙ্গ, সে দেশের সকলই উলঙ্গ, অতএব আগে ডাক্তর চক্রবর্ত্তি সাহেবের পরামর্শ লইয়া তাঁহার ন্যায় এতদ্দেশীয় লোকেরা জ্যাকেট্ প্যান্টালুন পরিধান করুণ

তাহা হইলে কাযে কাযেই আমাদিগের কবিতা সতী বিলাতীয়া বরাঙ্গনাদিগের ন্যায় সভ্যতার পেটি-কোট্ পরিবৃতা হইয়া লজ্জার ঘোমটায় চারু চন্দ্রানন আবৃত করিয়া পিগাসস্ নামক ইউরোপীয় তুরঙ্গোপ-রে আরোহণ করত মনুষ্যের চিত্তরূপ গড়ের মাঠে বায়ু সেবন করিতে যাইবেন। বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু কহেন বাঙ্গালাভাষার কবিতা কবিতাই নহে, তাহা লজ্জা হীনতা এবং কুভাব নিকরের জননী স্বরূপা, সুতরাং তৎসহবাসে মানব প্রকৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দাসী হই-তে পারে, আরো কহেন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এমত জঘন্য এবং নিলর্জ্জ যে তাহার সহিত ইংরাজ দিগের ফেনী হিল নামক অতি অপকৃষ্ট গ্রন্থ (যাহার নামোল্লেখ করিলে ব্রীড়ানম্রমুখ হওয়া যায়) সেই গ্রন্থের যথার্থ তুলনা হইতে পারে ইত্যাদি। কৈলাস বাবু হিন্দু কুল স্ত্রীদিগের চিত্ত সংশোধনের বিশেষ প্রতিষেধক বিদ্যা সুন্দরকে চিতানলে সমর্পণ করিতে চাহেন, অর্থাৎ আর যেন তাহারদিগের রঙ্গ রস দেখিয়া কুলকামিনীকুল কুভাব জালে জড়িত না হয়, কিন্তু প্রিয় বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করি, যদ্যপি ইংরাজী

নিয়মে আমারদিগের কুলজাদিগকে বিদ্যাবতী করিতে চাহেন, তবে যাহার সহিত অভ ৭ বিদ্যাসুন্দরের তুলনা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ খানি দগ্ধ করিয়া শেষ করিবার কি উপায় দেখিতেছেন? বৃটিশ্ গবর্ণমেন্ট আমেরিকার সংযুক্ত প্রজাপ্রভুত্ব রাজ্যনহে যে তদধীন রাজ্যে এবম্প্রকার গ্রন্থ সকল প্রকাশ করিলে রাজ দণ্ড প্রাপ্ত হইতে হয়, অপিচ যে কুৎসিত গ্রন্থের নামো-ল্লেখ করিতে কৈলাস বাবু সলজ্জিত হইয়াছেন, সেই গ্রন্থখানি কোন্ ভদ্র সাহেব বিবির কেলী কুঠিরে রক্ষিত না হয়? কিন্তু শ্রোতৃবর্গ, আপনারা এরূপ কদাচই বিবেচনা করিবেন না, আমি কথিত কদর্য্য-উপন্যাসের সহিত বিদ্যাসুন্দরের তুলনা করিতেছি, ফলতঃ বিদ্যা সুন্দরের সহিত নির্লজ্জতা বিষয়ে সমতুল্য হইতে পারে, ইংরাজীতে এমত অনেক গ্রন্থ আছে, বরং কোন২ বিলাতী কবির কাছে "কবি ,, গাহনায় ভারত চন্দ্রও পরাজয় স্বীকার করিতে পারেন, তাঁহারদিগের কবিতা সতীদিগের বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে, যথা।

"Their* modest stole to garish looser weed,"

"Deckt with love-favours, their late whoredom's meed"

while the pellucid spring of Pyrene is converted into a poisonous and muddy puddle.—

.. .. Whose infectious straine,

Corrupteth all the lowly fruitfull plain.,,

অস্য মর্ম্মার্থ।

গিয়াছে লজ্জার বাস বেশ্যা বেশ ধরা।
লম্পটের পুরস্কার অলঙ্কার পরা+॥

অর্থাৎ হিপ্পোক্রীণ নামক কবিতা উৎস নির্ম্মল জল শূন্য হইয়া বিষাক্ত কর্দ্দম ময় হইয়াছে,

যার পূতি গন্ধ পীড়াকর ঘোরতর।
নিকটস্থ ফল প্রদ ভূমি নষ্টকর॥

আমরা যেমন রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়কে সর্ব্ববিষয়ে অতি সুসময় করিয়া মানি, ইংরাজেরাও সেইরূপ মহারাণী এলিজিবেথের সময়কে অতি শ্রেষ্ঠতর

---

*Muses'

+ বিদ্যা।

সময়ে বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, কিন্তু কৈলাস বাবু সেই কৌমারব্রত পালিনী রাজ্ঞীর রাজ্য কালীন কবিদিগের কি পরিচয় গ্রহণ করেন নাই ইংরাজেরা যত্র তত্র যে শেকস্পিয়রের জাতি বলিয়া আপনাদিগকে ধন্য মানেন, সেই শেক্সপিয়রের বীনস্ এবং এডোনিস্ নামক কাব্য সহ তুলনায় বিদ্যাসুন্দরে কি অধিক নিকৃষ্টতা আছে? আমি লক্, হড্সন্, মার্লো এবং মার্সডন প্রভৃতি ইতর কবিদিগের কথা কহিতে চাহিনা, তাহা হইলে প্রস্তাব বাহুল্য হইবেক, বিলাতী কাব্য পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ চূড়াবলম্বী শেক্সপিয়রের নির্লজ্জতার সহিত বাঙ্গালি কবিদিগের অগ্রগণ্য ভারতচন্দ্রের নির্লজ্জতার তুলনা করি, বিজ্ঞবর সভাপতি মহোদয় আমার এই নির্লজ্জতা জন্য ক্ষমা করিবেন, যেখানে আমি লজ্জা বিহীনা বাঙ্গালা কবিতার পক্ষ, সেখানে লজ্জাহীনতাই আমরা পতাকা হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দরে বর্ণিতনায়ক নায়িকার স্থানে বিহার ভিক্ষা করিয়াছেন, বীনস্ এবং এডোনিস্ কাব্যে তদ্বিপরীতে নায়িকা,নায়কের স্থানে রতিপ্রার্থনা করিয়াছেন।

বিদ্যা সুন্দরের কেলীর সময় বিভাবরী, বীনস্ এবং এডেনিসের সম্ভোগ কাল দিবস, বিদ্যা সুন্দরের নায়ক নায়িকার মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় সন্দৃষ্টহয়, এডো-নিসের প্রতি বীনসের তদ্বিপরীতে কেবল বিলাস লালসা মাত্র, কৈলাস বাবু এই স্থলে ফ্রিমানের এপি-গ্রাম্ অর্থাৎ সরস রহস্য কবিতার উক্তি লইয়া কহিতে পারেন।

.. .. Venus and Adonis, true model of a most lascivious letcher. ,,

অর্থাৎ বীনস্ এবং এডোনিস্ কাব্য ঘোরতর কামাতুর লম্পটের যথার্থ আদর্শ; কিন্তু ইংরাজদিগের মধ্যে কোন ভদ্র লোক অথবা কুলাঙ্গনা তাহা স্পর্শ করেন না, একথা কোন মতেই স্বীকার্য্য হইতে পারেনা, তৎ প্রমাণ;

"Making lewd Venus with eternal lines,"
"To tye Adonis to her love's designes,"
'Fine wit is shown there-in but finer ;'
were."

not attired in such bawdy geere :"
" But be as it will, the coyest dames."
" In private read it for closet-games."

অস্যার্থ।

এডোনিসে প্রেমডোরে করিতে বন্ধন।
কামাতুরা রতী সুখে কবিতা রচন॥
কত রস আছে তাতে অন্ত তার নাই।
নহিলে কুট্টনীপণা, আরো হতো তাই॥
তথাপি সকল সতী অতি লজ্জাশীলা।
গোপনেতে পাঠ করে হেতু কাম লীলা॥

সে যাহাহউক, আমরা এইস্থলে উভয় কবির নিলর্জ্জতার কিঞ্চিৎ২ তুলনা করি, যথা।

সুন্দরের উক্তি।

" সুন্দরীর করে ধরী, সুন্দর বিনয় করি,
কহে শুন শুন প্রাণেশ্বরী।
আজি দিনে দুপ্রহরে, দেখিলাম সরোবরে,
কমলিনী বাঁধিয়াছে করি॥

গিরি অধোমুখে কাঁদে, এ কথা কহিতে চাঁদে,
কুমুদিনী উঠিল আকাশে।
সে রস দেখিতে শশি, ভূতলে পড়িল খসি,
খঞ্জন চকোর মিলে হাসে॥”

অন্য মর্ম্ম।

“ রায় বলে আমি করী, তুমি কমলিনীশ্বরী,
বাঁধহ মৃণাল ভুজ পাশে।
আমি চাঁদ পড়ি ভূমি, ফুল্ল কুমুদিনী তুমি,
উঠ মোর হৃদয় আকাশে॥
নয়ন খঞ্জন মোর, নয়ন চকোর তোর,
দুহে মিলে হাসিবে এখনি।
ঘাম ছলে কুচগিরি, কাঁদিবেক ধীরি ধীরি,
করি দেখ বুঝিবে তখনি॥

বীনসের উক্তি।

‘Fondling” she saith, “ since I have
hemm'd thee here,”

"Within the circuit of this ivory pale,
"I'll be the park, and thou shalt be my deer;"
"Graze on my lips; and if those hills be dry,"
"Stray lower, where the pleasant fountains lie."
"Within this limit is relief enough,"
"Sweet bottom-grass, and high delightful plain,"
"Round rising hillocks, brakes obscure and rough,"
"To shelter thee from tempest and from rain;"
"Then be my deer, since I am such a park;"
No dog shall *rouse thee*, though a thousand bark."

স্যার্থ।

গজ দন্ত সম, স্তুতি অনুপম, দুই বাহু বেড়া প্রায়।
আদরে তোমারে চারু মৃগাগারে, বদ্ধ করিয়াছি তায়॥
আমি মৃগালয়, তুমি রসময়, কুরঙ্গ স্বরূপ ধর।
শেখরে গহ্বরে, যথা ইচ্ছা করে, ওষ্ঠ গিরিপরে চর॥
যদি ওষ্ঠাধর, যুগ্ম গিরিবর, রস শূন্য হয় তায়।
তবে অনুরাগে, গেলে নিম্নভাগে, পাবে সুখ ফুহারায়॥
এই সীমা মাঝ, ওহে রসরাজ, বিশ্রামের দ্রব্য ভান।
আছয়ে প্রচুর, তৃণ সুমধুর, সুখপ্রদ উচ্চ স্থান॥
উন্নত বর্তুল, গিরি স্থূল স্থূল, জঙ্গল তিমিরাবৃত।
ধারা বরিষণে, ঝড় প্রবহনে, রবে তথা লুক্কায়িত॥
প্রিয় বাক্য ধর, হও মৃগবর, আমা সম মৃগাগারে।
সহস্র কুকুরে, যদি বা ফুকরে, তব কি করিতে পারে॥

রস তৃষ্ণাতুর মত্ত মাতঙ্গবৎ সুন্দরের আকর্ষণে অবিকচ পঙ্কজিনী বিদ্যা কহিয়াছিলেন,

"ক্ষমহে পতিছে বঁধু হে প্রিয় হে।

নব যৌবন বিক্রম * যোগ্য নহে ॥
রস লাভ হবে রহিয়া ফুটিলে।
বল কি হইবে কলিকা দলিলে ॥
রস না হইবে করিলে রগড়া।
অলি নাহি করে মুকুল ঝগড়া ॥

ইউরোপীয় দিগের কাম দেবতার জননী প্রফুল্ল চির যৌবনবতী লীলা রস বিহ্বলা বীনসের দ্বারা অজাত-যৌবন এডোনিস্ আলিঙ্গিত হইয়া কহিতেছেন, যথা।

" Who wears a garment shapeless and
unfinish'd ?,,
" who plucks the bud before one leaf
put forth ?"
" If springing things be any jot diminish'd ;,,

---

* মূল গ্রন্থে " জোরের ,, ইতি শব্দ আছে, কিন্তু তাহাতে ছন্দপতন দোষ হয় এইজন্য আমি " বিক্রম ,, শব্দ প্রয়োগ করিলাম।

" They wither in their prime, prove nothing worth :,,

" The colt that's back'd and burthen'd being young?,,

"Loseth his pride and never waxeth strong.,,

And again,--

" No fisher but the ungrown fry for-bears .,,

" the mellow plumb doth fall, the green sticks fast,

" Or, being early pluck'd is sour to the taste.,,

অস্যার্থ।

অঙ্গহীন অপ্রস্তুত বস্ত্র কেবা পরে।
অস্ফুট কুসুম কলী কে চয়ন করে॥
কোন দ্রব্য পায় যদি অঙ্কুরে আঘাত।
শুধায় কোমল কালে, আশায় ব্যাঘাত॥
শিশুকালে অশ্ব যদি বহে গুরুভার।
বল বীর্য্যবান কভু নাহি হয় আর॥

অন্যচ।

শিশু মীন ধরেনাকো ধীবর সকলে।
পাকা কুল আপনি খসিয়া পড়ে তলে॥
দৃঢ়রূপে লগ্ন ডালে অপক্ব বদরী।
আস্বাদনে অম্ল লাগে যদি ছিন্ন করি॥

আমারদিগের অসভ্য কবি ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন

ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে।
রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে॥
বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে।
রসিয়া পশিল ভ্রমরা কমলে॥

ইংরাজদিগের সুসভ্য কবি শেক্সপিয়র কহিতেছেন।

" What wax so frozen but dissolves with temp'ring ;,,
'And yields at last to every light impression?
" Things out of hope are compassed oft with vent,ring ;,,

"Chiefly in love, whose leave exceeds commission :,,

অস্যার্থ।

কঠিন জমাট মোম গলালে গলিবে।
ছোঁবামাত্র তাই হবে যেরূপ গঠিবে॥
অসাধ্য সাধন হয় করিলে সাহস।
বিশেষতঃ প্রেমে, যার বিদায়েতে যশ॥

এইক্ষণে ভারতচন্দ্রের একটি প্রভাতী এবং শেক্ষপিয়রের একটি সাজাই গাইয়া এই নির্লজ্জতার প্রস্তাব সাঙ্গ করি, যথা।

বিদ্যা সুন্দরের প্রভাতী।

আসি বসি বাসায় বিদায় হৈল রায়।
কুমুদ মুদিল আঁখি চন্দ্র অস্ত যায়॥
বিদ্যা বলে কেমনে বলিব যাহ প্রাণ।
পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান॥
ও নয়ন চকোর ও মুখ সুধাকর।
না দেখে কেমনে রব এচারি প্রহর॥

বিরহ দহন দাহে যদি রহে প্রাণ।
পীতে করিব ও মুখ সুধাপান।

বীনস্ এবং এডোনিসের সাক্ষাই।

এডোনিসের উক্তি।

" Look, the world's comforter, with weary gait :,,
" His day's hot task hath ended in the west:,,
" *The*, owl night's herald, shreeks, 't is very late:,,
" *The*, sheep are gone to fold, birds to their nest :,,
" *The*, coal black clouds that shadow heaven's light,
" *Do*, summon us to part and bid good night.,,

অন্যার্থ।

দেখ, জগতের সুখদাতা দিন পতি।
শ্রান্ত হয়ে পশ্চিমেতে করিতেছে গতি।

নিশাচর নিশাচর ডাকে, দিবা শেষ।
বিহঙ্গ বাসায় যায়, গোষ্ঠে গেছে মেষ ॥
আকাশের আলো ঢাকে ঘনাসিত ঘন।
হি ায় হইতে তারা কহিছে বচন ॥

বীনসের উক্তি।

"*Sweet* boy," she says, "this night I'll
waste in sorrow!,
"*For*, my sick heart commands mine yese
to watch;
"Tell me, love's master, shall we meet
tomorrow?
"Say, shall we? shall we? wilt thou make
the match,

অনুবাদ।

হে প্রিয় কিশোর, যামিনী মোর, যাতনায় গত হবে।
রোগী মম মন, প্রহরী নয়ন, কাযেই জাগিয়ে রবে॥
বল প্রাণনাথ, হইলে প্রভাত, দেখা হবে পুনরায় ॥
হবে সন্দর্শন, সুখদ মিলন, কিম্বা যাবে মৃগয়ায় ॥

এইরূপে আমি আপনারদিগের সম্মুখে এক বাক্য

রিয়েল সঙ্গ্রহ রেকেড সুইট স্ট্রীট এবং এক খুঙ্গী আসক কৃষ্ণনগরের সরভাজা উপস্থিত করিলাম, আপনারা দিগের অভিরুচি, যাঁহার যাহাতে ইচ্ছা, তিনি তাহাই গ্রহণ করুন, কিন্তু এই কথা যেন মনে থাকে, বিলাতি মেঠাই হজম করিতে ভাল ক্লোরাইডিয়াম জালাপ জলের আবশ্যক, সর ভাজা পাকে নির্ম্মল খড়িয়া নদীর এক পাত্র জলই যথেষ্ট হইবেক।

প্রিয় প্রতি যোগী যদ্যাপি কহেন, ইংলণ্ডীয় কবিতা বৃদ্ধাকালে তপস্বিনী অর্থাৎ সদাচার শালিনী হইয়াছেন, কিন্তু একথা সপ্রমাণ হইবার নহে; আমরা যেমন ব্যাস বাল্মীকীর পর কালীদাসকে মহাকবি বলিয়া মানি, ইংরাজেরাও সেইরূপ শেক্সপিয়র মিল্টনের পর লার্ড বাইরণকে মান্য করিয়া থাকেন, কিন্তু লার্ড বাহাদুরের লিখিত ডন্ জুয়ান্ কাব্যের কিয়দংশ পাঠ করিলেই ইংরাজী কবিতার বিলক্ষণ সাধ্বীত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—কৈলাসবাবু কহিতে পারেন ইংরাজী কবিতায় যেমন অশ্লীলতা আছে, তেমন উত্তমতাও সমধিক আছে, সত্য কথা, একথা লজ্জন

করিতে কে পারে ? ফলে বাঙ্গালা কবিতায় অপকৃষ্টত্ব ব্যতীত উৎকৃষ্টতার অভাব বলিয়াই কি তাহা কোন কালে উত্তমাবস্থা প্রাপ্ত হইবেক না ? যদি বালুক নির্ম্মিত সেতু দ্বারা স্রোতস্বতীর স্রোতঃরুদ্ধ হয়, যদি নবীন নিবিড় নীরদ কর্তৃক দিনকরের খরতর কর প্রচ্ছন্ন হয়, যদি মণিময় পেটিকায় বদ্ধ বিধায় মৃগ-নাভীর মনোহর সৌরভ স্থগিত হয় ; তবেই জানিব এবং মানিব, দৈবানুগ্রহ রূপ কবিতা শক্তি পরাধীনতা শৃঙ্খলে জড়িতা হইয়া স্বীয় প্রভা প্রকাশে অক্ষম হইবেক।

বসু বাবু বিদ্যার রূপ বর্ণনের কিয়দংশ পাঠ ও তদনুবাদ করিয়া গত সভায় অতীব রহস্য রসোদ্দীপন করিয়াছিলেন, অতএব এইস্থলে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিদুল্লেখ করা কর্ত্তব্য ; প্রতিযোগী অঙ্গহীনা বঙ্গভাষার যথার্থ ভঙ্গী অবগত আছেন কি না, সন্দেহ স্থল ; কিন্তু অনায়াসে বীর সিংহ বালা বিদ্যা বিনোদিনীর রূপ বর্ণনা পাঠ করিয়া তাঁহাকে ভয়ঙ্করী নিশাচরী ভাবিয়া থর থর কম্পিত কলেবর হইয়াছিলেন,—এই

ক্ষণে উক্ত নিন্দিত বর্ণনার আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, যথা "নব নাগরী নাগর মোহিনী। রূপ নিরুপম সোহিনী॥ শারদ পার্ব্বণ, শীধু ধরানন, পঙ্কজ কানন মোদিনী। কুঞ্জর গামিনী, কুঞ্জ বিলাসিনী, লোচন খঞ্জনগঞ্জিনী।। কোকিল নাদিনী, গীঃপরি বাদিনী, স্ত্রী পরিবাদ বিধায়িনী। ভারত মানস, মানস সারস, রাস বিনোদ বিনোদিনী ॥,,—কৈলাস বাবু এই কতিপয় পংক্তির দোষ ধরিবেন, যদি ধরিতে পারেন, তবে আমি তদপেক্ষা ইংরাজ কবিদিগের অধিক দোষ দেখাইয়া দিব। অপিচ "বিনাইয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়। সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥,, বিপক্ষ মহাশয় কহিয়াছিলেন, কেশের সহিত সর্পের তুলনা অতি ভয়ানক, তবেই বলিতে হইল তিনি বেণী শব্দের অর্থাবগত নহেন, হিন্দু কামিনী গণ কালসর্পাকারে বিনোদ বেণী বিনাইয়া থাকেন, প্রিয় সখা কি তাহা দেখেন নাই, অহো দেখিয়াছেন বই কি? তবে বুঝি ইংরাজী

বিদ্যা প্রভাবে তেঁহ খাট খাট রাঙ্গা চুলের প্রিয় হইয়া থাকিবেন। " কেবলে শরদশশী সে মুখের তুলা। পদ নখে পড়ি তার আছে কত কলা।।" কৈলাস বাবু এই অত্যুক্তি ধরিয়া বিস্তর উপহাস করিয়াছিলেন, এবং শেক্সপিয়রের রোমীয় নায়কের জুলিয়েট্ নায়িকার রূপ বর্ণনায় অত্যুক্তি বিধান কল্পে কহিয়াছিলেন, প্রেমিকের মুখে প্রিয়তমার রূপ বর্ণনায় অত্যুক্তি-প্রয়োগ দোষবাহ না হইয়া গুণভাজন হয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, উক্ত মহাকবি স্বীয় উক্তিতে লুক্রিশিয়ার পয়োধরের সহিত দন্তী দন্ত নির্ম্মিত যুগল ভূগোলের তুলনা করিয়া যদ্যপি নিস্তার পান, তবে অভাগা ভারতচন্দ্র কিজন্য এত গালা গালী খান? প্রেমিকের মুখে অত্যুক্তি রসদায়িকা বটে, কিন্তু নায়ক নায়িকাদিগের সহায়স্থলী স্বরূপা দূতীর মুখে তদুভয়ের রূপ গুণ বর্ণনায় অত্যুক্তি প্রয়োগ কোন মতেই অসঙ্গত নহে। সে যাহাহউক, ধরান্থিত বিবিধ জাতির রূপানুভাবকতা শক্তি বিভিন্ন প্রকার, ভারতবর্ষে কটা চক্ষু কটা কেশ এবং বরফের ন্যায় শ্বেতবর্ণ নিন্দনীয়, কিন্তু

ইউরোপীয় দিগের নিকট তত্তাবৎ আদরনীয়, চীন দেশীয় লোকেরা অঙ্গুলের ন্যায় পদ এবং কুঁচের ন্যায় চক্ষু সদৃশ্য জ্ঞান করে বলিয়া তাহারদিগের সৌন্দর্য্যানুভাবকতা শক্তি অপকৃষ্টতর বলা যুক্তি সিদ্ধ বোধ হয় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বায়রেনের কবিত্ব অতি সুন্দর অলঙ্কার এবং যথার্থ মানসিক ভাব সমন্বিত বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু তদ্গ্রন্থের উপমা সকল অধিকাংশই আমারদিগের নিকটে অতি জঘন্যতর বোধ হয়; সলোমন অর্থাৎ যাহাকে মুসলমানেরা সুলেমান কহে, সেই মহাপুরুষের টপ্পা গীতাবলী যাহাকে খ্রীষ্টীয়ানেরা খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর পরস্পর প্রেম প্রকাশ বলিয়া উল্লেখ করেন, ফলে চোর কবি রচিত পঞ্চাশৎ শ্লোকের মধ্যে যেরূপ দ্ব্যর্থ অর্থাৎ একার্থ কালী পক্ষে অন্যার্থ বিদ্যা পক্ষে হয়, সুলেমানের টপ্পাতে তদ্রূপ দ্ব্যর্থ অন্বেষণ করা ব্যর্থ, এবং যদিও কোন২ স্থলে তাহা ঘটাইতে পারা যায়, তাহা কষ্ট কল্পনা মাত্র; ইংরাজী উদ্ধৃত করা বাহুল্য হয়, এজন্য আমি বাঙ্গালা অনুবাদ কিঞ্চিৎ গ্রহণ

হরিলাম, শ্রোতৃবর্গ বিবেচনা করুন, খ্রীষ্টীয়ান দিগের ধর্ম্ম পুস্তকে কিরূপ কবিতা শক্তি মূর্ত্তিমতী আছেন, যথা।—

"হে আমার প্রিয়ে, তুমি সুন্দরী ও তুমি পরম সুন্দরী ; ঘোমটার মধ্যে তোমার চক্ষু কপোতের চক্ষুর ন্যায়, এবং গিলিয়দের পার্শ্বে চরে এমত ছাগপালের ন্যায় তোমার কেশ। এবং যে২ মেষী পুষ্করিণীহইতে ধৌতা হইয়া আগতা ও যমজবৎসবিশিষ্টা হয় এবং যাহাদের মধ্যে একও বন্ধ্যা নাই, এমত ছিন্নলোম মেষপালের ন্যায় তোমার দন্ত। এবং সিন্দূরবর্ণ সূত্রের ন্যায় তোমার ওষ্ঠাধর, ও তোমার বাক্য অতি মনোহর, ও তোমার ঘোমটার মধ্যস্থিত গণ্ডদেশ দাড়িম্বখণ্ডের ন্যায়। এবং অস্ত্রাগারের নিমিত্তে নির্ম্মিত এক সহস্র বলবানের ঢালবিশিষ্ট দায়ূদের দুর্গের ন্যায় তোমার গলদেশ। এবং শোশন্ পুষ্পের মধ্যে ভক্ষণকারি মৃগের দুই যমজবৎসের ন্যায় তোমার দুই স্তন। * * * * * * * * *

"হে রাজকন্যে, তোমার চরণপাদুকাদ্বারা কিবা শোভা

পাইয়াছে। তোমার কটিমণ্ডল নিপুণ কর্ম্মকারদ্বারা নির্ম্মিত মণিময় হারস্বরূপ। এবং তোমার নাভিদেশ মিশ্রিত দ্রাক্ষারসে পরিপূর্ণ এক গোল পাত্রের ন্যায়, এবং তোমার উদর শোশনপুষ্পাবেষ্টিত গোধূমরাশির ন্যায়। এবং তোমার স্তনদ্বয় যুগলহরিণবৎসের ন্যায়; এবং তোমার গলদেশ হস্তিদন্তময় উচ্চগৃহের ন্যায়। এবংতোমার চক্ষু বৈৎরব্বীমের দ্বারের নিকটস্থ হিশ্‌বোণের সরোবরের ন্যায়, এবং তোমার নাসিকা দম্মেষকের সম্মুখস্থ লিবানোনের উচ্চগৃহের ন্যায়। এবং তোমার মস্তক কর্ম্মিল্‌পর্ব্বতের ন্যায়, তোমার মস্তকের বেণী বাণ্ডণীয়া রঙ্গের কেশবন্ধনীর ন্যায়। তোমার কেশবেশেতে রাজা বদ্ধ আছে।,,

'হে প্রিয়ে তুমি প্রেমদ্বারা সন্তোষ দিবার জন্যে কেমন সুন্দরী ও মনোহারিনী! তোমার দীর্ঘতা তালবৃক্ষের ন্যায়, ও তোমার স্তন তাহার ফলস্বরূপ। আমি কহিলাম, আমি তালবৃক্ষে আরোহণ করিব ও তাহার বাগুড়া ধরিব; এখন তোমার স্তন দ্রাক্ষাফলের গুচ্ছস্বরূপ ও তোমার নাসিকার গন্ধ তপ্পুহ

ফলের ন্যায়। যে উত্তম দ্রাক্ষারস পান করা গ্রীষ্মের সুখদায়ক হয় ও দন্ত যুক্ত লোককে কথা কহায়, তাহার ন্যায় তোমার কথা,,—এই পর্যন্তই ভাল, আর কায নাই।

অনেকে কহেন রায় গুণাকর অনেক স্থানে ভাব চুরি করিয়াছেন, কিন্তু ভিন্ন২ জাতীয় আদি কবিগণ ব্যতীত এই দোষ কোন কবিতে দৃশ্যমান না হয়, মহাকবি বারজিলের এবং মিল্টনের কি এই দোষ নাই? ভারতচন্দ্র রায় মুর্খ কবি ছিলেন না, তিনি আপনিই স্থানে২ পরিচয় দিয়াছেন, সংস্কৃত এবং পারস্য শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, ফলতঃ সামান্য ধন চোর দিগের ন্যায় ভাব চোর দিগের ও সংকর্তা এবং কৌশলের আবশ্যকতা আছে, অপিচ এমত সকল প্রমাণ ও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে মূল অপেক্ষা অনুবাদে অধিকতর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের প্রাবল্য হইয়াছে, অন্যোপরে কা কথা, ভারতচন্দ্র রায় কাশীদাসের মহাভারত হইতেও অনেক ললিত পদাবলী অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। সে যাহাহউক, আমি ভারত

চন্দ্রের দোষের কথাই কহিয়া যাইতেছি, কিন্তু তিনি যে প্রকৃত দৈবশক্তিমান কবি ছিলেন তৎপ্রমাণে আমরা কিছুই কহিলাম না; অতএব তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। যথার্থ কবির চিহ্ন যথার্থ বর্ণন অর্থাৎ কবি যে বিষয়ে বর্ণনা করিবেন, সে বিষয় পাঠ করিতেই বোধ হইবেক, যেন তাহা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হইতেছে, "Thoughts that breath and words that burn" ভারতচন্দ্র রায়ের গাথায় শ্বাস প্রবহন এবং ভাব জালে অনল প্রভবন হইয়াছে কি না, তাহা রতিবিলাপ এবং বিদ্যা সুন্দরের পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ প্রথম মিলনের পূর্ব্বাবস্থা পাঠ করিলেই প্রমাণীকৃত হইবেক, আমারদিগের ইয়ং বেঙ্গাল বাবুরা যদি বিলাতীয় বিজাতীয় কুসংস্কার এবং দ্বেষ মৎসরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উক্ত বর্ণনা সকল পাঠ করেন, তবে তন্মধ্যে লার্ড বাইরণের ন্যায় প্রখর ভাব সমূহ দেখিতে পাইবেন। কবি কঙ্কনের ন্যায় ভারতচন্দ্র রায় যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সময়ের প্রচলিত দেশাচার প্রভৃতি যথার্থ রূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার

কাব্য সকলের বয়ক্রম অদ্য একশত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তথাচ এই শতাব্দের মধ্যে অস্মদ্দেশের আচার ব্যবহার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা মনে করিলে নয়ন পথে অশ্রুধারার শেষ হয় না? ভারতের শব্দ সৌন্দর্য্য ভাবের মাধুর্য্য এবং রসের প্রাচুর্য্য ও প্রাখর্য্যের কথা অধিক কি বর্ণনা করিব, বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ সুমিষ্ট রচনা অদ্যাবধি আর দ্বিতীয় হয় নাই, ভারতের পদ্য পংক্তি পাঠ কালীন বোধ হয় যেন মধুকর নিকরের ঝঙ্কার হইতেছে, রায় গুণাকর বাঙ্গালা ছন্দে সন্তুষ্ট না হইয়া স্থানে২ ভুজঙ্গ প্রয়াৎ, তূনক, তোটক প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দ গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু অপার্য্যমানে স্থানে২ ছন্দ পতন দোষ হইয়াছে, সংস্কৃত ছন্দাবলীর জতি অর্থাৎ বর্ণের লঘুত্ব গুরুত্ব রাখিয়া অন্য ভাষায় কবিতা রচনা করা অতি কঠিন কর্ম্ম,—ভারতচন্দ্রের বিষয়ে এতাবন্মাত্র উক্তি করিয়া অন্যান্য কবিদিগের প্রতি কিয়দুক্তি করিয়া প্রস্তাব সাঙ্গ করি।

উল্লেখিত প্রসিদ্ধ২ বাঙ্গালি কবি ব্যতীত বাঙ্গালা

দেশে অদ্যাবধি ব্যক্তি কবিত্বপ্রকাশে চেষ্টা করিয়াছেন, এতাবন্মধ্যে রামপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ, রামচন্দ্র, রামেশ্বর, এবং দেওয়ান রঘুনাথ রায়, রাজা রামমোহন রায়, নিধুবাবু, রামবসু, ও রাধামোহন সেন, তথা ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি অনুরাগ পাইয়াছেন, রামপ্রসাদ প্রকৃত কবির অনেক চিহ্ন দর্শাইয়াছেন, তৎকৃত গীতাবলীতে পৌত্তলিক তান্ত্রিক কল্পনা সকল কল্পিত হইয়াছে, তথাপি তাহা কবিত্বশূন্য নহে, যেহেতু কল্পনাই কবিতার জীবন স্বরূপ হইয়াছে, তন্ত্রের কোন২ কল্পনা সুচারুতর রূপক ব্যতীত আর কিছুই নহে, বিশেষতঃ রামপ্রসাদী পদের স্থানে২ এরূপ বলবতী ভাষায় মনের কথা সকল কথিত হইয়াছে, কোথায় এপ্রকার সদুপদেশ সকল প্রদত্ত হইয়াছে, যে তদ্দ্বারা তাঁহার দৈবশক্তির প্রতি কোন সন্দেহই থাকে না, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর যদিও ভারতের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় সুন্দরতর না হউক, ফলতঃ পঠনীয় বটে, তদ্ব্যতীত কালীকীর্ত্তনে তিনি বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্গাপ্রসাদের গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিনী কবিতা রসের তরঙ্গিনী বটেন, কিন্তু সে

তরঙ্গিনী সুরতরঙ্গিনীর ন্যায় প্রবলা না হইয়া ক্ষুদ্র এব নির্ঝর প্রভৃতা সুনির্ম্মল জল ধাবিনী কুলং শব্দকারিণী তটিনীর ন্যায় প্রবাহিত আছে; রামচন্দ্র এবং রামেশ্বরের কবিতা তেজস্বি জাঙ্গলতার ন্যায়। দেওয়ান রঘুনাথ রায় অর্থাৎ যিনি অকিঞ্চন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহার গীতাবলীর মধ্যে কোনং গীত এরূপ অনুতাপ ভাবোদ্দীপক এবং ঔদাস্য জনক যে কালী এবং তারা শব্দের পরিবর্ত্তে খ্রীষ্ট কিম্বা খোদা শব্দ প্রয়োগ করিয়া খ্রীষ্টানেরা ও মুসলমানেরা স্বচ্ছন্দে গান করিতে পারেন, দেওয়ান মহাশয় স্বয়ং গায়ক এবং গীত শাস্ত্রে পরিপক্ব ছিলেন, সুতরাং স্বরানুমেলকতা গুণে সুনিপুণ ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের কৃত কতিপয় পরমার্থ সংগীতে কবিত্ব লক্ষণ ঈক্ষণ করা যায়, রাজা মহাত্মা কবিতার প্রতি মনোযোগ করিলে বাঙ্গালা ভাষার অনেক গণ্য কবি হইতেন, কিন্তু তিনি পদ্য লেখক হইলে আমরা তাঁহার নিকটে যে উপকার প্রাপ্ত হইতাম, তিনি গৌড়ীয় ভাষার অগ্রিগণ্য লেখক এবং স্বদেশীয় লোকের চরিত্র সংশোধক হওয়াতে আমরা তদপেক্ষা সহস্র গুণ উপকার প্রাপ্ত

হইয়াছি। রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধু বাবুর প্রেমরসের সংগীত সকল অধিকাংশই অপহৃত ভাবে সংকলিত হইয়াছে, বিশেষতঃ ব্যাকরণ দোষ ও আছে, কিন্তু কোন২ টপ্পা এরূপ সুভাব পূর্ণ যে তাহাতে বিশেষ কবিত্ব প্রকাশ ও পাইয়াছে, নিধু বাবুর ভাষা সহজ প্রকার হওয়াতে তিনি অধিকাংশ লোকের প্রিয় হইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যা দেবী প্রকীর্ণ প্রভায় উদিতা হইলে তাঁহার আদর সমভাবে থাকা কঠিন হইয়া উঠিবেক; রামবসুর বিরহ কবিতায় এরূপ সুরস আছে, যে অনবরত শ্রবণ পথে তাহা পান করিলেও তৃষা কৃশা হয় না। রাধামোহন সেন সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার কবিতা অথবা গীতে ছন্দ অলংকার অথবা ব্যাকরণের দোষ দৃষ্ট হয় না, তাঁহার সঙ্গীত সকল অধিকাংশই সংস্কৃত শ্লোক বা কবিতার অনুবাদ মাত্র। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কুকবি নহেন, সুকবিও নহেন, তদ্বিরচিত বাবু বিলাস বিবি বিলাস দূতীবিলাস গ্রন্থে ইয়ংবেঙ্গাল ও ওল্ড বেঙ্গালের যথার্থ চিত্র বিচিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার লেখা ও প্রাচীন হইয়া পড়িল,

যেহেতু তাঁহার জীবদ্দশাতেই কলিকাতায় ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে, ধর্ম্ম সভার গয়া গঙ্গা লাভ হইয়াছে. সভ্যতা এবং স্বাধীনতার পথ পরিমুক্ত হইয়া আসিতেছে, এইক্ষণে আর গোবর ভক্ষণ, হুঁকা বারণ, বিষ্ণু স্মরণ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের প্রথা প্রসিদ্ধ নহে, হিন্দু সন্তানগণ এবং স্বধর্ম্মত্যাগি খ্রীষ্টানেরা একাসনে উপবেশন পূর্ব্বক দেশের মঙ্গলামঙ্গল বিষয় বিবেচনা করিতেছেন; অতএব কি আহ্লাদ! কি আহ্লাদ! এরূপ কাহার মনে ছিল, যে কলিকাতার স্বদেশীয় বিদেশীয় বিদ্বান লোকেরা একত্র বসিয়া বাঙ্গালা কবিতার বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন? অতএব হে সভাস্থ মহোদয় গণ, হে দেশীয় ভ্রাতৃবর্গ, হে বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা কবিতার বন্ধুবর্গ, আপনারা আর কাল বিলম্ব করিবেন না, বাঙ্গালা কবিতা হার যাহাতে সভ্য কণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হয়েন এমত উদ্যোগ করুন, উর্ব্বরা ভূমি আছে, বীজ আছে, উপায় আছে, কেবল কৃষকের আবশ্যক, অতএব গাত্রোত্থান করুন, উৎসাহ সলিল সেচন করুন, পরিশ্রম রূপ হল চালনা করুন,

বেষ প্রভৃতি জাঙ্গল কণ্টক বৃক্ষ উৎপাটন করুন তবে ত্বরায় সুশস্যলাভ হইবেক, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! আপনারদিগের মধ্যে অনেকে অনায়াসে প্রাপ্য স্বদেশীয় শস্যকে ঘৃণা করিয়া বিলাতী ফসল ফলাইতে যান, অথচ বিবেচনা করেন না, যেরূপ বকুলবৃক্ষে আম্র মুকুল উদয় হয় না, সেইরূপ বাঙ্গালি কর্তৃক ইংরাজী কবিতা অথবা ইংরাজ কর্তৃক বাঙ্গালা কবিতা রচনা অসম্ভব হয়, যদি বলেন বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গোবিন্দ-চন্দ্র দত্ত এবং রাজনারায়ণ দত্ত প্রভৃতি বাবুরা যে সকল ইংরাজী কবিতা রচনা করিয়াছেন, সে সকল কবিতা কি কবিতা হয় নাই, উত্তর হইয়াছে, হইবেক না কেন, অশ্বতর শব্দের অগ্রে কি অশ্ব শব্দ যোজিত নাই? উক্ত বাবুরা ইংরাজী কবিতা রচনা কল্পে যেরূপ আয়াস, যেরূপ পরিশ্রম এবং যেরূপ আকুঞ্চনের দাসত্ব করিয়াছেন, বাঙ্গালা কবিতা রচনায় যদ্যপি সেইরূপ আয়াস, সেইরূপ পরিশ্রম এবং সেইরূপ আকুঞ্চন অথবা তাহার কিয়দংশের অনুবর্ত্তি হইতেন, তবে তাঁহারা গণ্য মান্য বাঙ্গালি কবি হইতে পারি-

তেন, এবং তাহা হইলে কতবড় আস্পর্দ্ধার বিষয় হইত। অদ্যাতনী সভায় আমার এই এক পরম ক্ষোভের বিষয়, যে প্রতিযোগি দিগের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে প্রস্তাব বাহুল্য হইল, অতএব বাঙ্গালা কবিতার স্বরূপ বর্ণনা এবং ছন্দ প্রভৃতি বিষয়ে কোন উক্তি করিতে পারিলাম না, পুস্তকান্তরে এই ক্ষোভ নিবারণ করণের ইচ্ছা আছে। বাবু নবীনচন্দ্র পালিত গত সভায় বর্ত্তমান বাঙ্গালি কবিদিগের বিষয়ে যাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আমার অধিক বক্তব্য নাই, যেহেতু যথার্থ কথা কহিলে বন্ধুবিচ্ছেদ হওনের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু একথা অবশ্যই বলিব, মনুষ্য বড় বিদ্বান হইলেই যদ্যপি বড় কবি হইতেন, তবে শেক্সপিয়র অপেক্ষা বেন্ জন্সন এবং কালীদাস অপেক্ষা বররুচি শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতেন। পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার কাব্যশাস্ত্রের পরিচয় বিশেষ এবং প্রকৃত কবির অনেক লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু অস্মদ্ ক্ষুদ্র বিবেচনায় বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তদপেক্ষা অধিকতর কবিতা শক্তি ধারণ করেন।

বোধকরি ঈশ্বর বাবু বিদ্যা বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় হইলে নবীন বাবু তাঁহাকেই অগ্রগণ্য করিতেন। অক্ষয় বাবুর কাব্য গ্রন্থ আমি দেখি নাই, কিন্তু শুনিয়াছি, তেঁহ উক্ত কাব্যের জনকত্ব স্বীকারে অধুনা লজ্জিত হয়েন।

আমরা অদ্য যে মহাত্মার নামে প্রতিষ্ঠিত সভায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, সেই মহাত্মা বাঙ্গালা কবিতার একজন বিশেষ বান্ধব ছিলেন, তিনি মৃত্যুর কিয়ৎমাস পূর্ব্বে এ অকিঞ্চনের প্রতি এবং অন্য এক বন্ধুকে এই বিষয় সম্পাদনার্থ স্বতন্ত্র রূপে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এইক্ষণে কে আমারদিগকে উৎসাহ দিবেক? অতএব যে মহাশয় বাঙ্গালা দেশের, বাঙ্গালা ভাষার এবং বাঙ্গালা কবিতার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন, সেই মহাত্মা জন, এলিয়েট, ড্রিঙ্কওয়াটর বীটন ঈশ্বর সমীপে অনন্ত নির্ম্মলানন্দ সম্ভোগ করুন, এবং তাঁহার নাম ঘোষক, তাঁহার মত পোষক, সজ্জন মনোস্তোষক এই বীটন সমাজ চন্দ্রাদিত্যের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকুক, ইহাই আমারদিগের ঐকান্তিকী প্রার্থনা।

সমাপ্ত।